শব্দের শ্রেণীবিভাগ

ভূমিকা

বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে অর্থের দিক থেকে কিভাবে ভাগ করা যায় তা জানা সবার জন্যই জরুরি। একটি শব্দ বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ আমরা পাই কার্যক্ষেত্রে সে অর্থে শব্দটি আমরা ব্যবহার করি না। সে কারণেই শব্দসমূহকে আবার অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে মোট কয়ভাগে ভাগ করে বিচার করা যায় তা লিখতে পারবেন।

২. অর্থের দিক থেকে শব্দ কত প্রকার ও কি কি তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

৩. অর্থের দিক থেকে বিভক্ত প্রত্যেক প্রকার শব্দ সম্পর্কে উদাহরণসহ লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আমরা জানি ধ্বনিই হল শব্দের মূল অংশ। একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে শব্দ হয়। কিন্তু সব ধ্বনিই শব্দ নয়। যেমন- বজ্রের শব্দ, কুকুরের ডাক, ব্যাঙের ডাক ইত্যাদি অর্থহীন ধ্বনি। কাজেই একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত যে শব্দ স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকেই শব্দ বলে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ রয়েছে। এ শব্দগুলোকে তিন দিক থেকে বিচার করা যায়।

১. শব্দের গঠনগত দিক

২.শব্দের উৎসের দিক

৩.শব্দের অর্থমূলক দিক

অর্থের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা -

১. যৌগিক শব্দ

২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

৩. যোগরূঢ় শব্দ

কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে, শব্দটির গঠন এবং ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। শব্দের বিশ্লিষ্ট অংশ থেকে যে অর্থ বোঝা যায়, তাকেই সেই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে।

আর ভাষা ব্যবহার করার সময় শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিংবা শব্দটির যে অর্থ প্রচলিত তাকেই শব্দের মুখ্য বা প্রধান অর্থ বা ব্যবহারিক অর্থ বলে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কিছু খাঁটি বাংলা শব্দ আছে, যে শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করলে বিশ্লিষ্ট অংশের কোন অর্থই হয় না। সুতরাং এমন শব্দের ক্ষেত্রে বুৎপত্তিগত অর্থের প্রশ্ন ওঠে না। এসব শব্দের কেবলমাত্র ব্যবহারিক অর্থ হয়। যেমন- খোকা, খুকু, ঝিঙ্গা, ডাহা ইত্যাদি।

যৌগিক শব্দ

যে শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সেই শব্দগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন- পাঠক শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় -

✓পঠ্+অক = পাঠক (পাঠ করে যে)

এমনি, ✓পড়্+উয়া = পড়ুয়া (যে পড়ে)

✓গৈ+অক = গায়ক (গান করে যে)

✓পচ্+অক = পাচক (রান্না করে যে)

প্রত্যেকটি উদাহরণে দেখা যাচ্ছে শব্দগুলোর অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয় অনুযায়ীই হয়েছে। অর্থাৎ শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই এগুলো যৌগিক শব্দ। এমনি- বাবুয়ানা, মধুর, নিন্দুক, মিতালি, মাল-গাড়ি, লেখক, দাতা, সবই যৌগিক শব্দের উদাহরণ।

রূঢ়ি শব্দ

যে শব্দের অর্থ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত হলেও মূল অর্থ প্রকাশ না করে অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে।

আরো সহজ করে বলা যায় বুৎপত্তি বিশ্লেষণ করে যে শব্দের অর্থ বোঝা যায় না তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন- হস্তী শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় : হস্ত+ইন (যার হাত আছে) কিন্তু শব্দটি হাতি নামক একটি বিশেষ প্রাণীকে বোঝাচ্ছে।

এমনি,

কুশ+অল (কুশ আহরণকরে যে) কুশল কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ নিপুণ বা ভালো।

বাঁশ+ই = বাঁশি (বাঁশ দিয়ে তৈরি সব বস্তুকে না বুঝিয়ে একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্রকে বোঝাচ্ছে)।

জেঠামি (পাকামি অর্থে ব্যবহৃত) পাঞ্জাবি (বিশেষ ধরণের জামা; অথচ বুৎপত্তিগত অর্থ পাঞ্জাবের লোক)।

সন্দেশ = (সংবাদ না বুঝিয়ে বিশেষ ধরনের মিষ্টি বিশেষ)।

তৈল = তেল থেকে তৈরি না বুঝিয়ে সব ধরনের তেল বোঝায়)।

শুশ্রূষা, প্রবীণ, ছেলেমি ইত্যাদি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ।

যোগরূঢ় শব্দ

যে সব শব্দের মুখ্য বা ব্যবহারিক অর্থ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, কিন্তু অর্থটি সংকুচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের শব্দগুলো সমাসবদ্ধ হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, যে সমাসবদ্ধ পদসমূহ সমস্যমান পদগুলোর অর্থ প্রকাশ না করে ভিন্ন অর্থকে প্রকাশ করে সে শব্দসমূহকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন- সরোজ= সরোবরে জন্মে যা, সরোজ শব্দের অর্থ তাহলে সরোবরে জন্মানো সব জিনিসকে বোঝানো উচিত ছিল। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ পদ্ম।

ঠিক তেমনি জলদ = জল দেয় যে (কিন্তু কেবল মেঘ অর্থে ব্যবহৃত হয়)।

সুহৃদ= সুন্দর হৃদয় যার (ব্যবহারিক অর্থ বন্ধু)।

রাজাপুত = রাজার পুত্র (রাজপুত্র না বুঝিয়ে বিশেষ জাতিকে বুঝিয়েছে।)

মহাযাত্রা=মহা সমারোহে যে যাত্রা (কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ মৃত্যু)।

ঠিক এমনি, পঙ্কজ, জলধি, অসুখ, পরিবার ইত্যাদি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করে বিচার করা হয়?

ক. দুই শ্রেণীতে　　খ. তিন শ্রেণী

গ. পাঁচ শ্রেণীতে　　ঘ. ছয় শ্রেণীতে

২। যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ এক হয় তাকে বলা হয়

ক. যৌগিক শব্দ　　খ. যৌগিক রূঢ়

গ. মৌলিক বিদেশী শব্দ　　ঘ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

৩। যে শব্দের অর্থ সমস্যমান পদসমূহের অর্থকে প্রকাশ না করে বিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে তাকে—

ক. রূঢ়ি শব্দ　　খ. প্রত্যয় বাচক শব্দ

গ. যোগরূঢ় শব্দ　　ঘ. যৌগিক শব্দ

৪। কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ?

ক. কুশল　　খ. পাঠক

গ. পঙ্কজ　　ঘ. পড়ুয়া

৫। কোনটি রূঢ় শব্দের উদাহরণ?

ক. পাচক　　খ. সন্দেশ

গ. মহাযাত্রা　　ঘ. দাতা

৬। কোনটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ?

ক. জলধি　　খ. পাঞ্জাবি

গ. নিন্দুক　　ঘ. বাঁশি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে মোট কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিচার করা যায়? শ্রেণীগুলোর নাম লিখুন।

২. শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৩. অর্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৪. রূঢ় বা রূঢ়ি এবং যোগরূঢ় শব্দের পার্থক্য কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৫. নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ লিখুন-

পাঞ্জাবি, হস্তী, সরোজ, জেঠামি, কুশল, গায়ক, মালগাড়ি, সুহৃদ, জলদ, রাজপুত, মহাযাত্রা, কুম্ভকার।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেরাই লিখুন। কেবল সঠিক উত্তরগুলো দেয়া হল

১। খ,　২। ক,　৩। গ,　৪। গ,　৫। খ　৬। গ